সাতদিন

১৯ জানুয়ারি : যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৬৯তম জন্মদিন পালিত হয়েছে।

২০ জানুয়ারি : কুষ্টিয়ার শিবপুর গ্রামে পুলিশ ও চরমপন্থীদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের সময় ক্রসফায়ারে নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থি সংগঠন বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির দুই ক্যাডার নিহত হয়েছে।

২১ জানুয়ারি : রাজধানীর ডেমরাতে পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময়ে ২ ছিনতাইকারী নিহত।

২২ জানুয়ারি : সারাদেশে উৎসবমুখর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্‌যাপিত।

রাজশাহীর কাগমারা উপজেলার শ্রীপুরে জাগ্রত মুসলিম বাহিনীর নেতা 'বাংলা ভাইয়ের' ক্যাডারদের গুলি ও বোমা বিস্ফোরণে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুর রহমান (৩৪) নিহত হয়েছেন।

২৩ জানুয়ারি : গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় বোমা তৈরির সময় আব্দুল মজিদ হালওদার নামে এক ব্যক্তি নিহত ও অপর দুই ব্যক্তি আহত হয়।

২৪ জানুয়ারি : পটুয়াখালী ও রাজিবপুরে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ২১টি দোকান ও ঘরবাড়ি ভস্মিভূত।

২৫ জানুয়ারি : পটুয়াখালীর গলাচিপায় বিএনপি দু'গ্রুপে দু'দফা সংঘর্ষে থানার ওসিসহ কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে।

Mi“i `vg Kg kwšcY C`

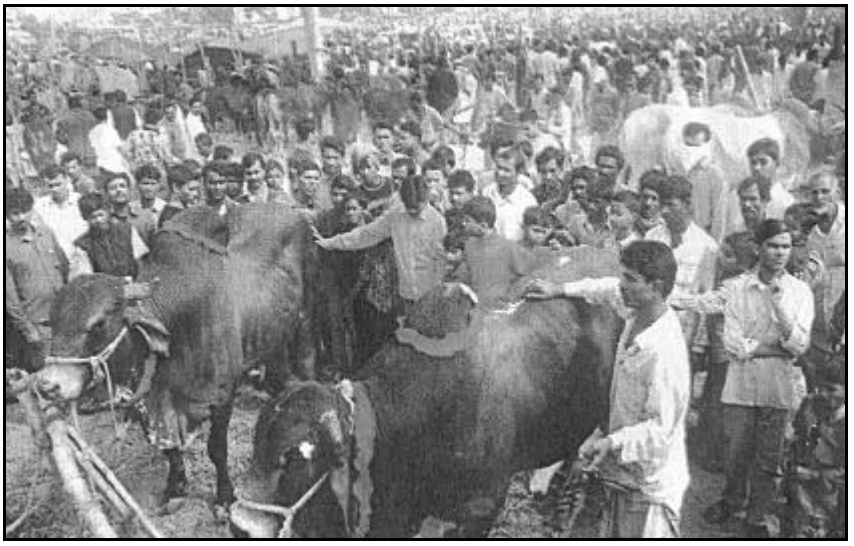

ঈদুল আজহা উপলক্ষে মাটির টানে মানুষ ছুটেছে গ্রামের বাড়িতে। ঈদের আগে কয়েক দিন রাজধানী থেকে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ ঢাকা ছেড়েছেন। এবারও তাদের ঘরে ফেরা ছিল বিড়ম্বনা ZjbvgjK Kg। তবে ঈদের কয়েক দিন আগে থেকে রাজধানীর বাস, লঞ্চ, ট্রেন স্টেশনগুলোতে মোতায়েন করা হয় র‍্যাব, পুলিশ। যার কারণে যাত্রীদের হয়রানি ছিল তুলনামূলক কম। ভাড়া বেশি দিয়ে টিকিট কাটতে হলেও ব্যাগ টানাটানি ছিল না। টিকিট বিক্রি করে যাত্রীদের টালবাহানা করাও কম হয়েছে। ঈদের ছুটিতে ঢাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো থাকলেও সারা দেশে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। ঈদের আগে ও পরে পাঁচ দিনে সারা দেশে ২০ জন খুন হয়েছে। আহত হয়েছে শতাধিক। রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার এক ইউনিয়ন চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যার চেষ্টাকালে ইসলামী জঙ্গি সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতার তিন ক্যাডার গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে। বাগমারায় এখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বাংলা ভাইয়ের ৬৬ জন ক্যাডারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। খুনের ঘটনা ঘটেছে মাদারীপুর, রাজবাড়ী, চট্টগ্রামের চন্দনাইশ, বান্দরবান, ঝালকাঠি, পাবনা, বাগমারা, চকরিয়া, ঢাকার নবাবগঞ্জ, কেন্দুয়া, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গায়। এ বছর ঈদে রাজধানীর বাজারে গরুর দাম অস্বাভাবিক কম ছিল। ক্রেতার চেয়ে গরুর সংখ্যাই বেশি ছিল। জানা গেছে, সীমান্ত পথ দিয়ে ঈদের কয়েক দিন আগে থেকে প্রচুর গরু আসতে থাকে। ব্যাপারীরা এ গরু রাজধানীর বাজারগুলো নিরাপদ মনে করে নিয়ে আসে। কারণ র‍্যাবের কারণে মার্কেটগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো ছিল। চাঁদাবাজিও ছিল কম। ট্যানারি মালিকরা জানিয়েছেন, কোরবানির চামড়া এ বছর কম দামে ক্রয় করতে পেরেছেন। চাঁদাবাজিও কম হয়েছে। ফলে চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এ বছর লাভবান হবে।

তবে রাজধানীতে এখনো ঈদের আমেজ কাটেনি। গ্রাম থেকে মানুষ প্রতিদিন রাজধানীতে ফিরছে। আগামী সপ্তাহে রাজধানী আবারও কর্মমুখর হয়ে উঠবে।

বিদ্যুৎ সংকট তীব্র হবে

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

আগামী গ্রীষ্ম মৌসুমে সারা দেশে ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ায় দেশে বিদ্যুৎ সংকট ক্রমেই বাড়ছে। বর্তমান জোট সরকার গত তিন বছরে মাত্র ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে নতুন করে সরবরাহ করতে সমর্থ হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে গৃহীত প্রকল্পগুলো নিয়ে এখন চলছে টানাপড়েন। বিভিন্ন ধরনের হিসাব নিকাশ।

পিডিবির সূত্র মতে, প্রতি বছর দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা ১০ শতাংশ করে বাড়ে। গ্রীষ্ম মৌসুমে বিদ্যুতে চাহিদা সাধারণত আরো ১৫ শতাংশ বেড়ে যায়। আগামী গ্রীষ্ম মৌসুমে বিদ্যুৎতের ঘাটতি হবে ৭০০ মেগাওয়াট। ফলে সারা দেশে বিদ্যুৎ সংকট ভয়াবহ রূপ নেবে।

পিডিবির হিসেবে থেকে দেখা গেছে, '৭২ সালে দেশে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ১৮৩ মেগাওয়াট চাহিদা ছিল। বর্তমান এ চাহিদা ৩৬০০ মেগাওয়াটে পৌঁছায়। '৯৬-'৯৭ অর্থ বছরে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ২৩০০ মেগাওয়াট। এ সময় দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ১৮০০ মেগাওয়াট। বিগত আওয়ামী সরকার দেশে ক্রমাগত বিদ্যুৎ ঘাটতি নিরসনে '৯৭ সালে একটি পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প গ্রহণ করে। এ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সিদ্ধিরগঞ্জ ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, দেশের পূর্বাঞ্চলে ৪০০ মেগাওয়াট পিকিং প্লাট স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়। বেসরকারি উদ্যোগে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট প্রোগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনের কার্যক্রম নেয়া হয়। এ পরিকল্পনার কারণে '৯৯-২০০০ অর্থ বছরে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার ভারসাম্য আসে। এসময় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৩৪৪৭ মেগাওয়াট। প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩৬৮১ মেগাওয়াট।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই আওয়ামী লীগ আসলে গৃহীত প্রকল্পগুলো অনিয়মের অভিযোগ এনে বন্ধ করে দেয়া হয়। গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। সূত্র জানিয়েছে, এ তদন্ত কমিটি তিন বছরেও রিপোর্ট দিতে পারেনি। সূত্র জানায়, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সরকারের সদিচ্ছার অভাব, দেন দরবারের জন্য প্রকল্পগুলো আটকে যায়। জানা যায়, বিশেষ মহলের প্রকল্প নিয়ে আর্থিক দেন দরবারের কারণে দেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের নতুন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে মন্থর গতি সৃষ্টি হয়। পরে কয়েকটি প্রকল্প ছাড় পায়। ক্ষমতার আমার পর জোট সরকার সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট প্রোগ্রাম তীব্র বিরোধিতা করার পরও, কয়েকটি চাইনিজ প্রকল্প সম্প্রতি ছাড় দেওয়া হয়। তবে এসব প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নেই।

পিডিবি সূত্র জানায় সরকারের আমলে গৃহীত সিরাজগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ঢাকা নর্থ ৪শ' ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটোর ভাগ্য এখনও অনিশ্চিত। আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো আটকে রয়েছে।

এর মধ্যে সিরাজগঞ্জ ৪শ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ক্রয় কমিটির অনুমোদন পেলেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আটকে যায়। ঢাকা নর্থ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজ দাতা সংস্থার কতিপয় ক্ষতির কারণে আটকে রয়েছে। বিগত সরকারে আমলে গৃহীত ১০টি বিদ্যুৎ প্রকল্পের এখন হদিস নেই। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ১২২ কোটি টাকার বগুড়ার ৩০ মেগাওয়াট গ্যাস চারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাজশাহীর ৩০ মেগাওয়াট জিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৮৮ কোটি টাকার রংপুর ২০ মেগাওয়াট জিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৮৪ কোটি টাকার সৈয়দপুর ২০ মেগাওয়াট জিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো ২০০৫ সালে চালু করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্প নেয়া হয়েছিল। বিগত সরকারের

ছাত্রদল

কেমন হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি

১ জানুয়ারি ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হলেও এখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি হলে গত ডিসেম্বরে কমিটি গঠন করা হলেও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বাকি হলগুলোতে কমিটি গঠন আপাতত স্থগিত করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর উদ্যোগে গঠিত হলের কমিটি নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছে কেন্দ্রের নতুন সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক সফিউল বারী বাবু। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্ভাব্য সভাপতি হিসাবে ধরে নেয়া হচ্ছে সাবেক কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাসান মামুনকে। সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য এগিয়ে আছেন কেন্দ্রীয় শাখার প্রাক্তন প্রচার সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। জানা গেছে এ দু'জন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সফিউল বারী বাবুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ জন। অন্যদিকে হেলাল ও বাবু দু'জনেই ছাত্রদলের পুরাতন গ্রুপ ইলিয়াস আলী এমপির। কেন্দ্রীয় শাখার প্রাক্তন সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টুর বিরোধী গ্রুপ হিসেবে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই শক্তিশালী বাবু গ্রুপের হাসান মামুন ও ফিরোজেরই নেতৃত্বে আসার সম্ভাবনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত কমিটির নানা ব্যর্থতার পেছনে অভিযোগ রয়েছে যে কমিটিতে যোগ্য ও ত্যাগী নেতারা ছিল না। ফলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ছিল অনেক। তাই সাধারণ ছাত্রকর্মীদের দাবি ক্যাম্পাসের ত্যাগী, গ্রহণযোগ্যতা বেশি ও পরিশ্রমী নেতাদের দিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সভাপতি পদের লবিংয়ে আরো আছেন আসাদুজ্জামান আসাদ, আমীরুজ্জামান শিমুল, আব্দুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, জয়ন্ত কুন্ডু, শহিদুল ইসলাম বাবুল, নূরুল ইসলাম নয়ন, শামসুজ্জামান মেহেদী, মোস্তফা খান আদরী। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তালিকায় আছেন, এ এসএম শহীদুল্লাহ ইমরান, তরুন দে, দুলাল হোসেন, খোকন, আসাদুজ্জামান পলাশ, আবেদ, গোলাম হাফিজ, নাহীন। তবে কমিটি গঠনে তারেক রহমানের ভূমিকাই মুখ্য হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে শাখার আহবায়ক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর ব্যাপারে বাবু গ্রুপের অভিযোগ এ ব্যাপারে যে, হলে গঠিত কমিটিতে বৃহত্তর ময়মনসিংহ গ্রুপের আধিক্য রয়েছে। এ পর্যন্ত জসীমউদ্দিন, মাস্টার দা সূর্যসেন, মুহম্মদ মুহসীন, এফ রহমান, রোকেয়া, শামসুন্নাহার, কুয়েত মৈত্রী হলে কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের কোন্দলে বাকিগুলো গঠিত হয়নি। বর্তমানে অন্য হলগুলোতে কমিটি কেমন হবে এবং হয়ে যাওয়াগুলো থাকবে কিনা তা নির্ভর করছে সাধারণ সম্পাদক সফিউল বারী বাবুর সিদ্ধান্তের ওপর। কেননা লাল্টু গ্রুপের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে সুলতান সালাউদ্দিন টুকু সমর্থিত অংশটিও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে ঈদের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি ঘোষণা করা হবে। উল্লেখ্য, গত বছর শাখার সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম আলিমের সঙ্গে কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাঈদ ইকবাল মাহমুদ টিটুর গ্রুপিং দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করলে বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টুর প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ভেঙে দেয়া হয়।

আহমেদ আল-আমীন

আমলে গৃহীত ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিও এখন ফাইলবন্দি হয়ে রয়েছে। '৯৬ সালে খুলনা ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ৭০০ কোটি টাকা। সরকার চীনের একটি কোম্পানির সঙ্গে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। ২০০৭ সালে এ কেন্দ্রটি চালু হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গত তিন বছরে এ প্রকল্পটি কোন কাজের অগ্রগতি হয়নি। টঙ্গী ৮০, চাঁদপুরে ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসর্ম্পণ্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্প ব্যয় ৪৪৯ কোটি টাকা ধরা হয়। এ প্রকল্পটি চলছে ধীর গতিতে। কার্যত গত তিন বছরে একটি ছাড়া নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। ফলে সার্বিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ক্রম অবনতি ঘটছে। বাড়ছে চাহিদা ও উৎপাদনের ব্যবধান।

পিডিবির সূত্র জানিয়েছে, গত গ্রীষ্মে মৌসুমে দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল ৩ হাজার ৬ শ মেগাওয়াট থেকে ৩ হাজার ৭ মেগাওয়াট। এসময় দেশের সব বিদ্যুৎ কেন্দ্র মিলে উৎপাদন হয়েছে ৩ হাজার মেগাওয়াট থেকে ৩ হাজার ৪শ মেগাওয়াট। প্রতিদিন গড়ে ৩শ থেকে ৪শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা দেয়। সারা দেশে পর্যায়ক্রমে লোডশেডিং করে বিদ্যুতের এ সংকট মোকাবেলা করতে হয়। সূত্র জানায়, আগামী বছর গ্রীষ্ম মৌসুমে পিক আওয়ারে দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা দাঁড়াবে ৪ হাজার ২শ মেগাওয়াট। অতিরিক্ত ৯৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। জাতীয় গ্রিডে ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত হওয়ায়, এ ঘাটতি এখন দাঁড়াবে ৭৪০ মেগাওয়াট। এর মধ্যে পুরান বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি বসে গেলে পরিস্থিতি আরো নাজুক অবস্থা হবে।

বর্তমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেন, আমরা যখন ক্ষমতা গ্রহণ করি তখন বিদ্যুৎ সেক্টরে ভালো অবস্থা বিরাজ করছিল না। উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর বিদ্যুৎ কেন্দ্র ওভারহোলিং করেছি। সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নতি হয়েছে। নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে। সমস্যা খুব প্রকট হবে না। বাজেটে বিদ্যুৎ খাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

তবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এক সংবাদ সম্মেলনে ২০০৫ সালের মধ্যে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযোগ করার দাবি প্রতিমন্ত্রী করেছিলেন। কার্যত তার দাবি এখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

অবশেষে পে-কমিশনের রিপোর্ট

জাতীয় বেতন কমিশন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বেতন কাঠামো চূড়ান্ত করেছে। কমিশন রাজস্ব খাতের সাত লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পঞ্চম জাতীয় বেতন স্কেলের ২০টি গ্রেড প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতির কথা বিবেচনা করে প্রতিটি গ্রেডের বেতন দ্বিগুণ হওয়া প্রয়োজন। তবে সরকারের আর্থিক দিক বিবেচনা করে বেতন কাঠামোর যৌক্তিক ও ন্যূনতম প্রস্তাব করা হয়েছে। পে-কমিশনের বর্তমান প্রস্তাব অনুসারে এ রিপোর্ট বাস্তবায়ন করলে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে নতুন বেতন স্কেলের বিপরীতে মাত্র ১ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে। বাড়তি অর্থ কিভাবে আসবে তা নিয়ে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, নতুন বেতন কাঠামো যৌক্তিক হলেও তা বাস্তবায়নে সরকারের ওপর বড় ধরনের অর্থনৈতিক চাপ পড়বে। সরকারের রেভিনিউ হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে উন্নয়ন কর্মসূচি কাটছাঁট করার প্রয়োজন হতে পারে।

জাতীয় পে-কমিশন তাদের প্রতিবেদনে বেতন স্কেল সর্বনিম্ন ২,৮০০ টাকা ও সর্বচ্চো ২৭,৫০০ টাকার সুপারিশ চূড়ান্ত করেছে। প্রচলিত ২০টি স্কেল অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে, একজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মূল স্কেল, সিনিয়র স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল অথবা উচ্চতর স্কেল অর্থাৎ তিনি যে স্কেলেই থাকুন না কেন, এ স্কেলের অনুরূপ জাতীয় বেতন স্কেলের মূল স্কেলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার বেতন নির্ধারিত হবে। সুপারিশে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত স্কেল কার্যকর হওয়ার পর যারা উচ্চতর বেতন স্কেলের পদে পদোন্নতি পাবেন, তাদের বেতন পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত হবে। সুপারিশে বলা হয়েছে, যেসব স্কেলের বিস্তৃতি ১২ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে, এসব স্কেলে মূল স্কেলধারীদের পদোন্নতি না হলে পঞ্চম ধাপে পৌছার পর একবার এবং দশম ধাপে পৌছার পর পুনরায় এ স্কেলের সিনিয়র স্কেল প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যোগ্য হবেন। যেসব স্কেলের বিস্তৃতি ১০ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে সেসব স্কেলের মূল স্কেলধারীরা পদোন্নতি না পেলে পঞ্চম ধাপে পৌছার পর এ স্কেলে সিনিয়র স্কেল প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যোগ্যতা আর্জন করবেন। সুপারিশে আরো বলা হয়েছে, যদি কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী সিনিয়র স্কেল না পান তবে মূল স্কেল থেকে তিনি মূল্যায়নের ভিত্তিতে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধিসহ বেতন পেতে থাকবেন। সব উচ্চতর স্কেলের প্রাপ্তি হবে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, চাকরিকালের মেয়াদ ও যোগ্যতার বিবেচনায়। সুপারিশে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আয়কর প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রত্যেক বছরের আয়কর রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার আয় ও আয়ের ওপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করে রিটার্ন তৈরি করবেন। কমিশন বেতন বহির্ভূত ভাতাদি সম্পর্কে যে সব বিষয়ে সুপারিশ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাড়িভাড়া। ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকার জন্য মূল বেতনের ৬০ শতাংশ, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য মূল বেতনের ৫৫ শতাংশ; খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট মেট্রোপলিটন ও নারায়ণগঞ্জ পৌর এলাকার জন্য মূল বেতনের

c¯wZ teZb t¯j

গ্রেড	৪র্থ বেতন স্কেল	প্রস্তাবিত ৫ম বেতন স্কেল	গ্রেড	৪র্থ বেতন স্কেল	প্রস্তাবিত ৫ম বেতন
গ্রেড-১	১৫,০০০	২৭,৫০০	গ্রেড-১১	২,৫৫০	৪,৮০০
গ্রেড-২	১২,৯০০	২৩,০০০	গ্রেড-১২	২,৩৭৫	৪,৫০০
গ্রেড-৩	১১,৭০০	২০,২০০	গ্রেড-১৩	২,২৫০	৪,২০০
গ্রেড-৪	১০,৭০০	১৮,২০০	গ্রেড-১৪	২,১০০	৪,০০০
গ্রেড-৫	৯,৫০০	১৬,০০০	গ্রেড-১৫	১,৯৭৫	২,৭০০
গ্রেড-৬	৭,২০০	১২,৫০০	গ্রেড-১৬	১,৮৭৫	৩,৫০০
গ্রেড-৭	৬,১৫০	১০,৭০০	গ্রেড-১৭	১,৭৫০	৩,৩০০
গ্রেড-৮	৪,৮০০	৮,৯০০	গ্রেড-১৮	১,৬২৫	৩,১০০
গ্রেড-৯	৪,৩০০	৮,১০০	গ্রেড-১৯	১,৫৬০	২,৯০০
গ্রেড-১০	৩,৪০০	৫,৯০০	গ্রেড-২০	১,৫০০	২,৮০০

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

জামালউদ্দিন অপহরণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাপ্তাহিক ২০০০ দীর্ঘদিন ধরে আমার বিরুদ্ধে অসত্য তথ্য পরিবেশন করে আসছে। মাঝেমধ্যে আমার বক্তব্য নেওয়া হলেও পত্রিকা প্রকাশের পর দেখা যায় আমি যা বলেছি তার ছিটোফোঁটাও প্রতিবেদনে নেই। সম্পূর্ণ উল্টো কথা লিখে আমার নামে চালিয়ে দিয়েছে। এসব প্রতিবেদনে আমার চরিত্র হনন করে সুকৌশলে আমাকে দেশবাসীর কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। যা সাংবাদিকতা নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিশেষ করে গত ১০ ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় সাপ্তাহিক ২০০০-এ আমাকে নিয়ে যা লেখা হয়েছে তা অত্যন্ত আপত্তিজনক। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে পত্রিকা এবং প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। কাভারে আপত্তিকর হেডিং ও প্রতিবেদনে আগাগোড়া আমার বিরুদ্ধে বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করে দেশবাসীর কাছে আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই প্রতিবেদনে কোনো ধরনের তথ্যপ্রমাণ ছাড়া গডফাদার হিসেবে আখ্যায়িত করে আমাকে নানাভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি আমি। একটি রাজনৈতিক দলের মাস্টারপ্ল্যানের অংশ হিসেবে পরিকল্পিতভাবে আমার ওপর তথ্য সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে।

আবুল কালাম চৌধুরী আনোয়ারা থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। এক যুগের বেশি সময় ধরে কালাম তার গুরুর আশীর্বাদে এই পদে ছিলেন। প্রতিবেদনে সাক্ষাৎকার নেওয়া সবার রাজনৈতিক পরিচয় দেওয়া হলেও কালামের রাজনৈতিক পরিচয়টা গোপন রেখে প্রতিবেদক কালামকে শুধু আনোয়ারা সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান উল্লেখ করে তার প্রতিবেদনকে সূক্ষ্মভাগে বিশ্বাসযোগ্য করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

কালাম বলেছেন, ২০০১ নির্বাচনপূর্ব আইনশৃঙ্খলা কমিটির মিটিং। শহীদ (তখনো চেয়ারম্যান হয়নি) এবং অমর দাসকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এমপি প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজাম। সন্ত্রাসীদের নিয়ে তার এরকম প্রকাশ্য চলাফেরা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। ডিসি, এসপির সামনেই তাকে প্রশ্ন করলাম, 'ডাকাত আর্মস ক্যাডার সন্ত্রাসী নিয়ে এভাবে মিটিংয়ে এসেছেন আপনি জনগণের দায়িত্ব কিভাবে নেবেন? সন্ত্রাসী আর ডাকাত নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে আপনি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন? প্রকাশ্যে সরাসরি এ প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ে উপস্থিত সবাই। প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হন সরওয়ার জামাল নিজাম। তুমুল তর্ক-বিতর্কে মেতে ওঠেন আমার সঙ্গে।'

কালামের এই বানোয়াট গল্পে আমি রীতিমতো বিস্মিত হয়েছি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে শহীদ ও অমর দাস নামে কাউকে নিয়ে কখনো আমি আনোয়ারার আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় যাইনি এবং কোনো সময় এ বিষয় কিংবা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কালামের সঙ্গে কখনও আমার তর্কবিতর্কও হয়নি। আর ২০০১ নির্বাচনপূর্ব আনোয়ারা উপজেলা আইনশৃঙ্খলনা কমিটির সভায় কোনো সময় ডিসি, এসপি একসঙ্গে কিংবা আলাদাভাবে উপস্থিত ছিলো না। আর কালাম বললো, ডিসি-এসপির সামনে নাকি সন্ত্রাসী নিয়ে আমার সঙ্গে সে তর্কবিতর্ক করেছে। এ ধরনের ডাহা মিথ্যা ও কাল্পনিক কথার মাধ্যমে বোঝা যায় প্রতিবেদনে বর্ণিত কালামের কথাগুলো কতটুকু সত্য। আমি কালামকে চ্যালেঞ্জ দিলাম ২০০১ নির্বাচনপূর্ব আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা কোথায় এবং কখন হয়েছিল আর সেই বৈঠকে কোন ডিসি, এসপি উপস্থিত ছিলো তাদের নাম জানানোর জন্য। অন্যথায় গুরুর ইশারায় কালাম আমার সম্পর্কে যে বেফাঁস কথাবার্তা বললেন তার জবাবদিহিতা আনোয়ারার জনগণের কাছে তাকে একদিন করতে হবে।

প্রতিবেদনে বাবুল সর্দারকে ছাত্রদলের সাবেক নেতা উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত সত্য হচ্ছে, সে-ই একজন আওয়ামী লীগের লোক। আবুল কালামের ক্যাডার। তার সঙ্গে বিএনপি, যুবদল কিংবা ছাত্রদলের কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। এলাকায় সে কালামের মাস্তান ও সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত। অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় সে কালামসহ এলাকা ছেড়ে

৫০ শতাংশ; জেলা, সদরে মূল বেতনের ৪৫ শতাংশ, নতুন জেলা সদরে ৪০ শতাংশ ও উপজেলা, ইউনিয়নে ৩০ শতাংশ ধরা হয়েছে। চিকিৎসা ভাতা ও স্বাস্থ্যবীমার ক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ করেছে, সব সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা স্কিম চালু করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত চিকিৎসা ভাতা স্বাস্থ্যবীমার প্রিমিয়াম হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গাড়ি ভাতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যাতায়াত ভাতার ক্ষেত্রে গাড়ির প্রাপ্তি অধিকারীদের গাড়ির বদলে আর্থিক সুবিধা দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাদের মাসে ১৪ হাজার টাকা করে ভাতা দেয়া যেতে পারে। মাসিক কিস্তি আদায় শর্তে গাড়ি কেনার জন্য সর্বোচ্চ ১০ লাখ পর্যন্ত স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। পে-কমিশনের সুপারিশে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রত্যেক সন্তানের জন্য মাসে ১০০ টাকা করে সর্বোচ্চ দুই সন্তানের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা ভাতা দেয়া যেতে পারে।

অতীতে পাঁচটি পে-কমিশনের কোনো সুপারিশই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমান পে-কমিশনের সুপারিশও বাস্তবায়ন নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সুশাসন ও মানবধিকার রক্ষায় সেমিনার

মানবাধিকার সংগঠন মানুষের জন্য আয়োজিত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে তিন দিনের সম্মেলন শেষ হয়েছে। বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ১৬ থেকে ১৮ জানুয়ারি এ সম্মেলনে দেশ ও বিদেশের খ্যাতনামা মানবাধিকার কর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। গত ১৬ থেকে ১৮ জানুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবাধিকার কর্মী আসমা জাহাঙ্গীর। উদ্বোধনী সভায় মানুষের জন্য স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি ড. হামিদা হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান, ডিএফআইডির বাংলাদেশ প্রধান ডেভিড উড, কেয়ার বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিভ ওয়ালেস, মানুষের জন্য টিম লিডার শাহীন আনাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আসমা জাহাঙ্গীর বলেন, সন্ত্রাস দমনের নামে এদেশে

উদ্বোধনী সভায় মানুষের জন্য স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি ড. হামিদা হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন AvšRwZK L¨wZm¤úb gvbewaKvi Kgx Avmgv Rvnv½xi

পালিয়ে গিয়েছিল। প্রতিবেদনে বাবুল সর্দারও কালামের মতো কাল্পনিক অভিযোগ করে গেছেন আমার বিরুদ্ধে। কালামের অবশিষ্ট কথাগুলো বাবুল সর্দার সম্পন্ন করেছেন।

অপরদিকে হাজি আলী আব্বাস যা বলেছেন তাতে সত্যের লেশমাত্র নেই। যা চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপি'র সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীদের জিজ্ঞেস করলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদক সুমি খান লিখেছেন, তিনি নাকি আমার বক্তব্য জানতে চেয়ে যোগাযোগ করেছিলেন। এটাও সত্য নয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পরিচয় দিয়ে টেলিফোনে আমার সঙ্গে একজন কথা বলতে চাইলে তাকে সরাসরি আমার কাছে এসে কথা বলার জন্য অনুরোধ জানাই। কিন্তু সে আসেনি। আর পত্রিকায় দেখলাম সুমি খান আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং অনেক কথাও বলেছেন। প্রতিবেদকের নৈতিকতায় বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর কিইবা করার আছে।

আর আমার সন্ত্রাস সহায়ক হিসেবে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অনেককে আমি চিনিও না। প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনের শেষদিকে আমাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য বলেছেন। কোনো ধরনের তথ্যপ্রমাণ ছাড়া এভাবে একজন সংসদ সদস্যকে সরাসরি আক্রমণ করা কতটুকু সমীচীন এবং এই আক্রোশমূলক লেখা সম্পাদনা করে যারা ছেপেছেন তাদের বিচারের ভার পাঠকের হাতে ছেড়ে দিলাম।

জামালউদ্দিনকে উদ্ধারের সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত আমি চালিয়ে যাচ্ছি। জামালউদ্দিন অপহরণ ঘটনায় আমি খুবই মর্মাহত। স্বাভাবিক কারণে তার পরিবারের প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে। তাই বলে এটাকে দুর্বলতা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। তার পরিবারের কোনো সদস্যের উচিত নয় অনুমান নির্ভর কোনো কথা বলা। প্রতিবেদনে জামালউদ্দিনের ছেলে চৌধুরী ফরমান রেজা লিটন বলেছেন, আমি নাকি লোক পাঠিয়ে তাদের বলেছি তাদের ৭০ লাখ টাকা ব্যাংক লোন পরিশোধ করার বিনিময়ে তাদের নীরব হয়ে যাওয়ার শর্ত দিয়েছি। কার মাধ্যমে এই প্রস্তাবটা আমি দিলাম তার নাম জানালে ভালো হতো। আবেগপ্রবণ হয়ে কোনো মিথ্যা কথা বলা ঠিক নয়। জামালউদ্দিনের পরিবারের সদস্যদের উচিত আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবুল কালাম এবং তার গুরুর প্ররোচনা ও কু-পরামর্শ থেকে দূরে থেকে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি ও তার পিতাকে উদ্ধারের চেষ্টা করা। অন্যথায় কাল্পনিক অভিযোগের ডামাডোলে প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যাবে।

আশা করি ভিত্তিহীন সংবাদ পরিহার করে সাপ্তাহিক-২০০০ আগামীতে আরো দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবে।

সরওয়ার জামাল নিজাম, জাতীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-১২

প্রতিবেদকের বক্তব্য

বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এ কিছু লেখা হয়নি। সরেজমিন অনুসন্ধান করে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো যাচাইবাছাই করে প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেদনে যা লেখা হয়েছে সারোয়ার জামাল নিজামের এলাকার অবস্থা আরো অনেক ভয়াবহ। যা কখনো গোপন থাকবে না।

প্রতিবেদক নন, সরোয়ার জামাল নিজামের সঙ্গে তার মোবাইল ফোনে কথা বলেছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক। তখন তিনি এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হননি। বারবার বলেছেন আমার যা বলার ছিল সংবাদ সম্মেলনে বলেছি। আর কিছু বলার নেই। কখনোই বলেননি সরাসরি এসে কথা বলার কথা। প্রতিবেদকও তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাইলে তিনি রাজি হননি।

প্রতিবেদনের কোথাও তাকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়নি। প্রতিবেদনে কোনো ব্যক্তিকে আক্রমণ করা হয়নি। সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের চিত্রই শুধু তুলে ধরা হয়েছে। যা একটি সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকের কর্তব্য।

জামালউদ্দিনের পরিবার সরাসরি অপহরণের দায়ে অভিযুক্ত করছেন সারোয়ার জামাল নিজামকে। তারা দায়িত্ব নিয়েই অভিযোগ করছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদনে যা প্রকাশ করা হয়েছে।

চলছে হত্যাযজ্ঞ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মানুষ মেরে সন্ত্রাস দমনের চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, যে বন্ধুকে ওরা মারছে তা একদিন আমার আপনার দিকেও তাক হতে পারে। এ জন্য বিচার বহির্ভূত হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। তিনি বলেন, মানুষ মারলেই সন্ত্রাস কমবে, এমন ধারণা অর্থহীন। বিশ্বের কোথাও মানুষ হত্যা করে সন্ত্রাস বন্ধ করা যায়নি। এ ধরনের হত্যা আরো হত্যাকান্ডের জন্ম দেবে।

আসমা জাহাঙ্গীর বলেন, বিশ্ব জুড়ে যেসব দেশের বিচার বর্হিভূত ঘটনা ঘটছে সে সব দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা বলেছেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আত্মরক্ষার সুযোগ আছে। আত্মরক্ষার জন্যই তারা গুলি করেছেন। বিচার বিভাগ প্রসঙ্গে আসমা জাহাঙ্গীর বলেন, উচ্চ আদালতে কিভাবে বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়, তার ওপর বিচার বিভাগেন স্বাধীনতা অনেক অংশে নির্ভর করে। এখন বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেও নানা কথা শোনা যায়। বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা খুবই দুঃখজনক। তিনি বলেন, মৌলবাদ ও ধর্মীয় উগ্রতার কোনো রাষ্ট্রীয় সীমানা নাই। ধর্মীয় উগ্রতা মানবতার এক নম্বর শত্রু। আজ ধর্মীয় মৌলবাদ প্রতিরোধে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে।

অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান বলেন, সাধারণ মানুষকে সংবিধান ও আইনের অধিকার পৌঁছে দিতে হবে। এ জন্য সাধারণ মানুষকে সংগঠিতভাবে দাবি তুলতে হবে।

আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ বলেন, সুশাসনের সব প্রাথমিক শর্তই এদেশে রয়েছে। আমাদের এখন শুধু সকলে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। ড. হামিদা হোসেন বলেন, সন্ত্রাসের নামে বিচার বহির্ভূতভাবে মানুষ মেরে আইনের শাসন কায়েম করা যাবে না। এ চর্চা সুলফও বয়ে আনবে না।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ১৭ জানুয়ারি পাঁচটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। ড. শাহনাজ হুদার সভাপতিত্বে নারীর প্রতি সহিংসতা শীর্ষক সেশনে মূল প্রবন্ধ পড়েন ড. মালেকা বেগম। আলোচনায় অংশ নেন মনিরা রহমান ও ড. ফেরদৌস বেগম। অধ্যাপক আহমেদ কামালের সভাপতিত্বে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার শীর্ষক সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রশান্ত ত্রিপুরা ও ড. নাজনীন আখতার। ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীমের সভাপতিত্বে শিশু অধিকার শীর্ষক সেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আফসান চৌধুরী, ইউ এম হাবিবুন্নেসা, ড. নায়লা খান। সুরাইয়া হকের সভাপতিত্বে শ্রমিকের অধিকার শীর্ষক সেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রতিমা পাল।

সম্মেলনের ১৮ জানুয়ারির সমাপনী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানুষের জন্য টিম লিডার শাহীন আনাম। এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন, রোকিয়া এ রহমান। ড. কামাল হোসেন দেশের শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার দিক ইঙ্গিত করে বলেন, সারা দেশের সবগুলো আইন সমিতি ঘুরে তিনি জেনেছেন সংশ্লিষ্ট মহলের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া এজাহার দেওয়া হয় না। সরকার বলছে এখনও সব কিছু দিক মতো চলছে। বিবেকহীন বুদ্ধির মতো বিপজ্জনক আর কিছু নেই। ক্রস ফায়ারে হত্যাকান্ডের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। বক্তব্যে রোকিয়া এ রহমান ব্যবসায়িক উদ্যোগের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার মতান্তরের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, ব্যবসায়ী ও উন্নয়ন কর্মীদের পরস্পরিক অবিশ্বাস কমিয়ে আনতে হবে। অনুষ্ঠানে সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশন ও বিষয় ভিত্তিক কর্মশালায় পাওয়া সুপারিশগুলো জানানো হয়। কার্যত মানুষের জন্য অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সুশাসনের সংঘট ও মানবধিকার লঙ্ঘনের চিত্রই ফুটে ওঠে। এ থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজা হয়েছে। সম্মেলনের বিজ্ঞজনেরা সংকট উত্তরণের নানা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষের জন্যর পার্টনাররা তুলে ধরেছেন মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা হয়েছে সুপারিশ এখন সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। এ সুপারিবেশগুলোর বাস্তবায়নে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে জনসচেতনতা।

‘সংযোগের প্রথম দিন থেকেই বিশ্বের সর্বাধুনিক সুবিধা থাকবে এই ফোনে’

এম এ হাশেম
চেয়ারম্যান, সিইও, বে ফোনস্

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারটিসহ ১০টি কোম্পানি বেসরকারি পর্যায়ে ল্যান্ড ফোন ব্যবসায় এসেছে। সহসা সবাই সংযোগ দেয়া শুরু করবে। অন্যদের তুলনায় আপনার ফোনের বিশেষত্ব কি? কোন মানুষ আপনার ফোনের গ্রাহক হবে?

এম এ হাশেম : আমেরিকার মতো একটি উন্নত দেশে আমি ৮ বছর যাবৎ টেলিকম ব্যবসা করছি। প্রযুক্তিগত দিক থেকে কে কিভাবে আসছে তা প্রায় এক রকম হলেও, একই ব্যবসায় আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। এ রকম অভিজ্ঞতা সম্ভবত আর কারো নেই। এখানে আমার একটি দক্ষ প্রকৌশলী গ্রুপ আছে। এর পাশাপাশি এমন কোনো বড় সমস্যা যদি কখনো হয় তবে আমার লস এঞ্জেলেসের অফিস অনলাইনে ওখান থেকেই সে সমস্যার সমাধান করতে পারবো।

তাছাড়া আমাদের প্রযুক্তি হচ্ছে, বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কল ওয়েটিং, কল ফরোয়ার্ডিং কল হান্টিং, ভয়েস মেইল এবং ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধাসহ সব ধরনের আধুনিক সুবিধা থাকবে।

২০০০ : আপনাদের কল চার্জ এবং সংযোগ ফি কেমন হবে?

এম এ হাশেম : টিএন্ডটি থেকে সব ক্ষেত্রে ১০ থেকে ২০ ভাগ কম চার্জ হবে। সংযোগ ফি ৯ হাজার। কলচার্জ প্রথম ৫ মিনিট দেড় টাকা। আবেদন করার ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমরা সংযোগ দিতে পারবো।

২০০০ : বে ফোনসের জোন এবং বিলিং সিস্টেম কি হবে?

এম এ হাশেম : প্রাথমিক পর্যায়ে বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চলের শহর এবং প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত এ ফোন সার্ভিস দেয়া হবে। আপতত ১ লাখ সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চট্টগ্রামে সুইচ রুম এবং অবকাঠামো নির্মাণ চলছে।

স্মার্ট প্রিপেইড কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহকরা বিল পরিশোধ করবেন। যেসব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা নেই সেসব প্রত্যন্ত গ্রামে মাত্র ১৫ হাজার টাকায় ওয়ারলেস সুবিধা দিয়ে ৪৮ ঘণ্টায় সংযোগ দেব আমরা।

২০০০ : আপনার মার্কেটিং পলিসি কি রকম হবে?

এম এ হাশেম : আমরা ডিলারদের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ ফোন পৌঁছে দেব। এ ক্ষেত্রে ডিলাররা শুধু আমাদের এজেন্ট নন, তারা আমার কোম্পানির অংশীদার হিসেবে থাকবেন।

সিটি ও পৌর এলাকাগুলোতে একজন করে ডিলার দেয়া হবে। শহরের বাইরে প্রত্যেক ইউনিয়নে আমাদের একজন ডিলার থাকবেন। এক এলাকায় একজনের বেশি ডিলার আমরা দেব না।

ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা সংযোগ দেয়া শুরু করবো। স্ট্যান্ডার্ড ও স্মার্ট প্যাকেজের নির্ধারিত মূল্য এবং প্রিপেইট কার্ডের বিক্রয় মূল্য থেকে ডিলারগণ কমপক্ষে ৫-১০ শতাংশ হারে কমিশন লাভ করবেন।

কোনো ফোন খারাপ অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা ঠিক করে দেব। মোট কথা, বে ফোনস্ সংযোগের প্রথম দিন থেকেই বিশ্বের সর্বাধুনিক সুবিধা থাকবে এই ফোনে। আমাদের ব্র্যান্ড পপুলার করার জন্য বিশিষ্ট সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব কুমার বিশ্বজিতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। তিনি আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেড হিসেবে কাজ করবেন।

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **‘সাপ্তাহিক ২০০০’**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : ***সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০***
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।